অধ্যায়-১৪

উন্নয়ন সহযোগী ও এলজিইডি

উন্নয়ন সহযোগী ও এলজিইডি ১২৮

মিশন ১২৯

- এমজিএসপি: বিশ্বব্যাংক মিশন ১২৯
- আরটিআইপি-২ (অতিরিক্ত অর্থায়ন): বিশ্বব্যাংক মিশন ১২৯
- হিলিপ: ইফাদ-এর বাস্তবায়ন সহায়তা মিশন ১৩০

পরিদর্শন

বিশ্বব্যাংক কান্ট্রি ডিরেক্টর- এর প্রকল্প পরিদর্শন ১২৪

উন্নয়ন সহযোগী ও এলজিইডি

স্বাধীনতাত্তোরকাল থেকে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলো কাজ করছে। উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে এলজিইডির কাজের অভিজ্ঞতা শুরু থেকেই। ১৯৮৪ সালে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো (এলজিইবি) প্রতিষ্ঠার আগে সুইডিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সিডা) ও নরওয়েজিয়ান এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (নোরাড) এর সহায়তায় ১৯৮২ থেকে ১৯৮৫ মেয়াদে নিবিড় পল্লীপূর্ত কর্মসূচি (ইনটেনসিভ রুরাল ওয়ার্কস প্রোগ্রাম–আইআরডব্লিউপি) বাস্তবায়িত হয়। তৎকালীন পূর্ত কর্মসূচি উইং এর মাধ্যমে এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছিল। পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালে সিডা ও নোরাডের সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার রুরাল এমপ্লয়মেন্ট সেক্টর প্রোগ্রাম (আরইএসপি) শীর্ষক এক কর্মসূচি হাতে নেয়। এই কর্মসূচির আওতায় দুটি প্রকল্প– পল্লি উন্নয়ন প্রকল্প-৪: অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইডিপি) এবং পল্লি উন্নয়ন প্রকল্প-৫: প্রোডাকশন এন্ড এমপ্লয়মেন্ট প্রজেক্ট (পিইপি) বাস্তবায়িত হয়। এলজিইবি পল্লি উন্নয়ন প্রকল্প-৪ এর আওতায় আইডিপি এবং বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) পল্লি উন্নয়ন প্রকল্প-৫ এর আওতায় পিইপি বাস্তবায়ন করে। ফরিদপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ ও কুড়িগ্রাম এ চার জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকল্পে এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছিল। ১৯৯০ সালে সমাপ্তির পরপরই আরইএসপি-২ এর কার্যক্রম শুরু হয়। এসময় পূর্ববর্তী চারটি জেলার সঙ্গে রাজবাড়ী ও শরিয়তপুর জেলাকে এ কর্মসূচির আওতাভুক্ত করা হয় এবং আরইএসপি-২ এর এলজিইবি অংশে আইডিপির পাশাপাশি আর একটি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যার নাম ছিলো আইএসপি বা ইনস্টিটিউশনাল সাপোর্ট প্রজেক্ট। আইএসপির আওতায় ছিল প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও ডিজাইন– এই তিনটি কম্পোনেন্ট। উল্লেখ্য, প্রথম আরইএসপিতে আইডিপি এর আওতায় অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হলেও পরবর্তীতে আইএসপির আওতায় প্রশিক্ষণকে নিয়ে আসা হয়। ১৯৯৬ সালে আরইএসপি-২ এর সমাপ্তির পর আরইএসপি-৩ বাস্তবায়ন করা হয়, যার মেয়াদ ছিল ২০০১ সাল পর্যন্ত।

এদিকে প্রায় একই সময় বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডাব্লিউএফপি) এর স্পেশাল ফুড ফর ওয়ার্কস (এসএফএফডব্লিউ) এর সহায়তায় গ্রোথ সেন্টার সংযোগকারী সড়কে মাটির কাজ ও পরবর্তীতে ওসব সড়কে ছোট সেতু/কালভার্ট নির্মাণ করে তৎকালীন এলজিইবি। এসব সড়ক পরবর্তীতে ফিডার সড়ক-বি হিসেবে শ্রেণিবিন্যস্ত হয় এবং সর্বশেষ সড়ক শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী এসব সড়ক এলজিইডির উপজেলা সড়কের মর্যাদা পেয়েছে। একই সময় কেয়ার বাংলাদেশের সহায়তায় গ্রামীণ পর্যায়ে মাটির রাস্তা ও ছোট ছোট কালভার্ট নির্মাণ করে তৎকালীন এলজিইবি।

সময়ের পরিক্রমায় এলজিইডির সঙ্গে উন্নয়ন সহযোগীদের সম্পর্ক বৃদ্ধি পেতে থাকে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে কর্মরত সকল উন্নয়ন সহযোগীর সঙ্গে এলজিইডির রয়েছে উন্নয়ন অংশীদারিত্ব ও দীর্ঘ আস্থার সম্পর্ক। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এলজিইডিতে বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পের সংখ্যা ছিল ২৯টি। এর মধ্যে রয়েছে পল্লি উন্নয়ন সেক্টরে ১৮টি, নগর উন্নয়ন সেক্টরে ৭টি এবং ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টরে ৩টি প্রকল্প এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। এসব প্রকল্পে ১৬টি উন্নয়ন সহযোগী অর্থায়ন করছে।

মিশন

বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও নতুন প্রকল্প গ্রহণের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের অংশ হিসেবে উন্নয়ন সহযোগীদের পক্ষ থেকে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে কোভিড-১৯ এর কারণে জুম অ্যাপের মাধ্যমে মোট ১০টি মিশন পরিচালিত হয়। তন্মধ্যে বিশ্বব্যাংক ৩টি এবং এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক ৬টি এবং এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইম্প্রুভমেন্ট ব্যাংক ১টি মিশন পরিচালনা করে। প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদান করে, যা প্রকল্পসমূহের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

এমজিএসপিঃ বিশ্বব্যাংক মিশন

গত ১৬ থেকে ১৯ আগস্ট ২০২০ মিউনিসিপ্যাল গভার্নেন্স সার্ভিসেস প্রজেক্ট (এমজিএসপি)-এ বিশ্বব্যাংকের ভার্চুয়াল ইমপ্লিমেন্টেশন সাপোর্ট রিভিউ মিশন পরিচালিত হয়। এমজিএসপির প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট (পিএমইউ) এবং বাংলাদেশ মিউনিসিপ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (বিএমডিএফ) কর্তৃক দাখিলকৃত রিপোর্ট এর ভিত্তিতে অনলাইন সভার মাধ্যমে এই মিশন পরিচালিত হয়। এসময়ে প্রকল্পভুক্ত বেশ কয়েকটি নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (ইউএলবিএস) মাঠপর্যায়ে গৃহীত সাব-প্রজেক্টের অগ্রগতি স্থিরচিত্র ও ভিডিওর মাধ্যমে প্রদর্শন করা হয়। মিশন প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনের অগ্রগতি, বাস্তবায়ন অগ্রগতি, কোভিড-১৯ এ ক্ষতি, বিএমডিএফ এর ঘাটতি, অভিযোগ প্রতিকার, তৃতীয় পক্ষের পরিবীক্ষণ, অপারেশনাল অডিট, আইএমইডির মূল্যায়ন রিপোর্ট, এমজিএসপি এবং ইউএলবি গভর্নেন্স ইত্যাদি বিষয়ে পর্যালোচনা করে। মিশন প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতিকে সন্তোষজনক বলে রিপোর্টে উল্লেখ করে। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বমহামারী কোভিড-১৯ এর কারণে বেশ কিছু সাব-প্রজেক্ট নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা রয়েছে। ১৯ আগস্ট ২০২০ স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে র‍্যাপআপ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বব্যাংকের সিনিয়র আরবান স্পেশালিস্ট এন্ড টাস্ক টিম লীডার কাওয়াবেনা আমান্‌কওয়াহ-ইয়েহ মিশনে নেতৃত্ব দেন। ভার্চুয়াল এ মিশনে বিশ্বব্যাংক ছাড়াও স্থানীয় সরকার বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ মিউনিসিপ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের কর্মকর্তারা অংশ নেন।

আরটিআইপি-২ঃ বিশ্বব্যাংক মিশন সম্পন্ন

গত ১৩-২৮ জুলাই ২০২০ সেকেন্ড রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আরটিআইপি-২) অতিরিক্ত অর্থায়ন প্রকল্পের ওপর বিশ্বব্যাংকের ভার্চুয়াল বাস্তবায়ন সহায়তা পর্যালোচনা মিশন পরিচালিত হয়। মিশনে নেতৃত্ব দেন বিশ্বব্যাংকের আউটগোয়িং টাস্কটিম লিডার মার্টিন হামফ্রে ও ইনকামিং টাস্কটিম লিডার নাটালিয়া স্টেনকেভিচ। আরটিআইপি-২ অতিরিক্ত অর্থায়নের আওতায় প্রকল্প এলাকায় গ্রামীণ ভৌত অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে সন্তোষজনক অগ্রগতি হয়েছে বলে মিশন মন্তব্য করে। মিশন প্রতিবেদনে উল্লেখ করে যে, করোনা মহামারীর কারণে প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্নের ক্ষেত্রে ঝুঁকি রয়েছে। মিশন প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন, এলজিইডির প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, সড়ক নিরাপত্তা কার্যক্রম, পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে। মিশন সড়ক নিরাপত্তা কার্যক্রম বাস্তবায়ন, কোভিড-১৯ রেসপন্স প্ল্যান প্রণয়ন ও প্রকল্প মেয়াদ বৃদ্ধি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে। নির্মিত অবকাঠামোর স্থায়িত্ব, মাঠ পরিবীক্ষণ জোরদারকরণ ও চুক্তি ব্যবস্থাপনার গতি ত্বরান্বিত করতে সুপারিশ তুলে ধরে। মিশনের ভার্চুয়াল আলোচনায় অংশ নেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আব্দুর রশীদ খান, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ ও অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (আইডব্লিউআরএম) মোঃ আলি আখতার হোসেন ও (আরটিআইপি-২) অতিরিক্ত অর্থায়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মোঃ ছোহরাব আলীসহ প্রকল্পের কর্মকর্তা ও পরামর্শকগণ। মিশন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোঃ শাহাবুদ্দীন পাটোয়ারী এবং আইএমইডির মহাপরিচালক মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর কবীরের সঙ্গেও আলোচনা করে।

হিলিপঃ ইফাদ-এর বাস্তবায়ন সহায়তা মিশন

এলজিইডির হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (হিলিপ) এবং সম্পূরক প্রকল্প জলবায়ু অভিযোজন এবং জীবনমান সুরক্ষা (ক্যালিপ) কার্যক্রমের ওপর উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড ফর এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট (ইফাদ)-এর বাস্তবায়ন সহায়তা মিশন সম্পন্ন হয়েছে। ইফাদের পানিসম্পদ বিশেষজ্ঞ এনড্রিউ জেনকিনস এর নেতৃত্বে গত ১৭-২৩ ডিসেম্বর ২০২০ এ মিশন পরিচালিত হয়। মিশন প্রতিনিধি দলের অন্যান্য সদস্যরা হলেন আবুল বাশার (অবকাঠমো বিশেষজ্ঞ) ও ফ্রিউ বেহাবটু (প্রোগ্রাম অফিসার)। বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ এর কারণে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে এ মিশন সম্পন্ন হয়। মিশন চলমান প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি, পূর্ববর্তী মিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন, গৃহীত কর্মপরিকল্পনা মূল্যায়ন এবং পরবর্তী করণীয় বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে। এছাড়া প্রকল্পের সমাপ্তি কৌশল ও এন্ডলাইন সার্ভে বিষয়ে বেশ কিছু সুপারিশ তুলে ধরে। মিশন প্রতিনিধি দল এলজিইডির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও প্রকল্পের সদর দপ্তর ও মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। প্রকল্পের উপকারভোগীদের সঙ্গে মিশন প্রতিনিধিবৃন্দ মোবাইল ফোন ও ভিডিওকলের মাধ্যমে কথা বলেন। মিশনের সমাপনী সভায় ইফাদ-এর কান্ট্রি প্রোগ্রাম অফিসার (বাংলাদেশ)-এর প্রতিনিধি তাবাসসুম শেরিনা এবং হিলিপ এর প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ অংশ নেন।

পরিদর্শন

বিশ্বব্যাংক কান্ট্রি ডিরেক্টর-এর প্রকল্প পরিদর্শন

বাংলাদেশে নিযুক্ত বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর মারছি মিয়াং টেমবন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত "জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি সেক্টর প্রকল্প" (ইএমসিআরপি)-এর বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন। এসময় তিনি কাজের গুণগত মান দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। গত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ কক্সবাজার জেলায় প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শন শেষে তিনি বলেন, এলজিইডি বড় প্রকল্প বাস্তবায়নে সক্ষমতা প্রমাণ করেছে। পরিদর্শনকালে এলজিইডির ইএমসিআরপি-এর প্রকল্প পরিচালক জাবেদ করিম, ইএমসিআর-পি-এর টাস্ক টিম লিডার (বিশ্বব্যাংক) স্বর্ণা কাজী উপস্থিত ছিলেন। ২০১৭ সালের আগস্টে সহিংসতা ও নির্যাতনের শিকার হয়ে মায়ান-মারের রাখাইন প্রদেশের বিপুল সংখ্যক নির্যাতিত রোহিঙ্গা জনগে-াষ্ঠী বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে। কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলায় তারা আশ্রয় নেয়। মায়ানমারের বাস্তুচ্যুত নাগরিক এবং টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলার স্থানীয় জনগণের জন্য বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন দাতা বা উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহায়তায় নানা ধরনের উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এরমধ্যে রয়েছে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় 'জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় মাল্টিসেক্টর প্রকল্প'-ইএমসিআরপি। বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ প্রকৌশল সংস্থা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) ইএমসিআরপি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি কমিয়ে আনা, সামাজিক সেবা প্রদান ব্যবস্থার উন্নয়ন, সুপেয় পানি ও পয়ঃব্যবস্থার উন্নয়ন, দুর্ঘটনাজনিত অগ্নিকা- ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি কমানো, শিক্ষার উন্নত সুযোগ সুবিধা প্রদান ও প্রকল্প এলাকায় জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা নিরসন ব্যবস্থা জোরদার করা। প্রকল্পের আওতায় এলজিইডি অংশে বাস্তুচ্যুত মায়ানমারের নাগরিক এবং টেকনাফ-উখিয়ার স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রোহিঙ্গা ক্যাম্পের অভ্যন্তরীণ ড্রেন ও ফুটপাতসহ সড়ক নির্মাণ ও মেরামত এবং সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে, হাটবাজার উন্নয়ন, সোলার বাতি স্থাপন, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বহুমুখী কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ, ত্রাণকার্য সংক্রান্ত সেন্টার নির্মাণ, গুদামঘর তৈরি, স্যাটেলাইট অগ্নিনির্বাপণ স্টেশন নির্মাণ। একই সঙ্গে বাস্তুচ্যত মায়ানমারের নাগরিকদের জন্য ৩২টি ক্যাম্পে পাইপড এবং নন-পাইপড পানির উৎসের মাধ্যমে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহ, স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন, বাসা-বাড়িতে বায়োটিক টয়লেট স্থাপন, শিক্ষা সম্প্রসারণ ও জেন্ডার উন্নয়ন কার্যক্রম সংযুক্ত রয়েছে।

অধ্যায়-১৫

এলজিইডির উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা

নিউজলেটার	১৩২
বার্ষিক প্রতিবেদন	১৩২
প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি	১৩৩
অন্যান্য প্রকাশনা	১৩৩
মিডিয়া ও পাবলিকেশন সেন্টার	১৩৩

যেকোনো প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম, অগ্রগতি ও লক্ষ্য অর্জনের তথ্য জনগণের কাছে তুলে ধরার জন্য প্রয়োজন প্রকাশনার। এলজিইডির কার্যক্রম সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করতে প্রতিষ্ঠানটি শুরু থেকেই নিউজলেটার নামে একটি প্রকাশনা করে আসছে। এছাড়া সমাপ্ত অর্থবছরের কার্যক্রমের অগ্রগতি ও অর্জনের তথ্য দালিলিক আকারে প্রকাশের জন্য বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এসমস্ত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

নিউজলেটার

১৯৮৪ সালে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো (এলজিইবি) হিসেবে প্রতিষ্ঠার পর ১৯৮৬ সালের অক্টোবরে 'এলজিইবি নিউজলেটার' নামে প্রথমবারের মতো একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনার মাধ্যমে জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ের কার্যক্রমের সংবাদ প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে সরকারের একটি পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তর হিসেবে এলজিইডি আত্মপ্রকাশ করলে ওই বছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ের নিউজলেটারের নামকরণ করা হয় 'এলজিইডি নিউজলেটার'। উল্লেখ করা যেতে পারে, এলজিইডির কার্যক্রমে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সম্পৃক্ততার পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজি ভাষায় এসব নিউজলেটার প্রকাশিত হতো।

এদিকে পানি সম্পদ সেক্টর থেকে জুলাই, ১৯৯৯ এ 'পানি সম্পদ বার্তা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ শুরু হয়। ত্রৈমাসিক এই বুলেটিনে এলজিইডির ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের খবরা-খবর প্রকাশ করা হতো। এরপর নগর উন্নয়ন সেক্টর থেকে ২০০৫ সালের জুলাই মাসে 'পৌর বার্তা' নামে একটি নিউজলেটার প্রকাশ করা হয়, যা পরবর্তী সংখ্যা অর্থাৎ ২০০৫ সালের অক্টোবরে 'নগর সংবাদ' নামে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় ত্রৈমাসিকভিত্তিতে প্রকাশিত হতে থাকে। ২০১৫ সালে এই তিনটি প্রকাশনা একীভূত করে ত্রৈমাসিকভিত্তিতে 'এলজিইডি নিউজলেটার' নামে বাংলা ও ইংরেজিতে প্রকাশিত হতে থাকে।

বার্ষিক প্রতিবেদন

সমাপ্ত অর্থবছরের কার্যক্রমের বিবরণী তুলে ধরতে এলজিইডি প্রতিবছর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এই প্রকাশনায় সংশ্লিষ্ট অর্থবছরের কার্যক্রমের অগ্রগতি, অর্জিত সাফল্য ও উদ্ভূত সমস্যা এবং তহবিল ব্যবহারে আয়-ব্যয়ের বিবরণ তুলে ধরার প্রয়াস থাকে। সরকার প্রতিবছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ও রাজস্ব খাতে এলজিইডির অনুকূলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বরাদ্দ দিয়ে থাকে। এই বরাদ্দের মাধ্যমে সারাদেশের স্থানীয় পর্যায়ে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। একইসঙ্গে এই এডিপি বরাদ্দের মাধ্যমে সরকারের অন্যান্য আর্থ-সামাজিক উদ্যোগ যেমন– দারিদ্র্য হ্রাস, নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে জেন্ডার বৈষম্য কমিয়ে আনা এবং সর্বোপরি মানুষের জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। এ সকল কাজের বছরভিত্তিক অগ্রগতি ও অর্জিত সাফল্য তুলে ধরতে ২০০৪ সালে প্রথম ২০০৩-২০০৪ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এরপর থেকে প্রতিবছর নিয়মিতভাবে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে। শুরুতে বার্ষিক প্রতিবেদন বাংলায় প্রকাশিত হলেও উন্নয়ন সহযোগী ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে এলজিইডির কাজের সংশ্লিষ্টতার কারণে বার্ষিক

প্রতিবেদন ইংরেজি ভাষাতেও প্রকাশ করা হয়। এলজিইডির বার্ষিক প্রতিবেদন প্রজেক্ট মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন (পিএমই) ইউনিট কর্তৃক প্রকাশিত হলেও ২০১৮ সালে এলজিইডি মিডিয়া এন্ড পাবলিকেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠার পর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর থেকে বার্ষিক প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে এই কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত হচ্ছে।

এলজিইডির প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এলজিইডি নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বছরব্যাপী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সূচারুভাবে সম্পাদন করতে অর্থবছরের শুরুতে প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি প্রণয়ন করা হয়। ১৯৮৪ সালে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো (এলজিইবি) প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি প্রকাশিত হচ্ছে। এসময় বার্ষিক প্রশিক্ষণের তথ্যাদি ক্রুসিউর আকারে প্রকাশিত হতো। এরপর ১৯৯২ সালে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো থেকে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) হিসেবে উন্নীত হওয়ার পর প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি বই আকারে নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে। এলজিইডির প্রশিক্ষণ ইউনিট প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি প্রণয়ন করে।

প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জিতে প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য সন্নিবেশিত থাকে; যেমন– পাঠ্যধারার শিরোনাম, প্রশিক্ষণার্থীদের শ্রেণি, পাঠ্যধারার বিষয়বস্তু, পাঠ্যধারার মেয়াদ, তারিখ ও সময়সূচি, প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা এবং বাজেট ইত্যাদি। ক্লাসরুমভিত্তিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি কর্মকালীন (অন-জব) প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়ে থাকে।

অন্যান্য প্রকাশনা

এলজিইডির বিভিন্ন ইউনিট ও প্রকল্পের পরিচিতিমূলক এবং কার্যক্রমভিত্তিক পুস্তিকা, ফ্ল্যায়ার, ক্রুসিওর ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়। একইসঙ্গে বিভিন্ন উন্নয়ন কাজ সমাপ্তির পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনের প্রাক্কালে সংশ্লিষ্ট কাজের তথ্যকণিকা প্রকাশ ও ভিডিও প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করা হয়ে থাকে। এছাড়া প্রতিবছর ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এলজিইডি জেন্ডার সমতা কার্যক্রমের ওপর পুস্তিকা/ক্রুসিওর, ভিডিও প্রামাণ্যচিত্র এবং জাতীয় উন্নয়ন মেলায় প্রচারের জন্য প্রামাণ্যচিত্র ও তথ্যকণিকা প্রকাশ করে থাকে।

মিডিয়া ও পাবলিকেশন সেন্টার

এলজিইডিতে সমন্বিতভাবে মিডিয়া ও প্রকাশনার কাজ বাস্তবায়নের জন্য জুলাই ২০১৮ এ মিডিয়া ও পাবলিকেশন সেন্টারের কার্যক্রম শুরু হয়। এলজিইডি সদর দপ্তরের মূল ভবনের চতুর্থ তলায় এই সেন্টারটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এলজিইডির ত্রৈমাসিক নিউজলেটার, বার্ষিক প্রতিবেদন, বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রমের ওপর ক্রুসিওর ও প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণে মিডিয়া ও পাবলিকেশন সেন্টার সহায়তা দিচ্ছে। এছাড়াও উন্নয়ন কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং সমাপ্তির পর তা উদ্বোধনের সময় যেসব প্রকাশনার প্রয়োজন হয়, তা প্রস্তুতেও এই সেন্টার সহায়তা দিয়ে থাকে।

বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস বিশেষত আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও জাতীয় শোক দিবস পালন এবং বিজয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এ সেন্টার থেকে ভিডিও প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ ও তথ্যভিত্তিক প্রকাশনা সহায়তা দেওয়া হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে, ২০২০ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর উদ্ধৃতি সম্বলিত নানা রঙের ফেস্টুন ও ব্যানার তৈরি করে তা দিয়ে এলজিইডি সদর দপ্তর সুসজ্জিত করা হয়। এলজিইডি ভবনের নিচতলায় বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন ও কর্মের ওপর আকর্ষণীয় ডিজাইনে বঙ্গবন্ধুকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। মুজিববর্ষের ক্ষণগণনার জন্য ঘড়ি, জাতির পিতার জীবনভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ ও তা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। এসব সৃষ্টিশীল ও দৃষ্টিনন্দন কাজ মিডিয়া ও পাবলিকেশন সেন্টার সম্পন্ন করে।

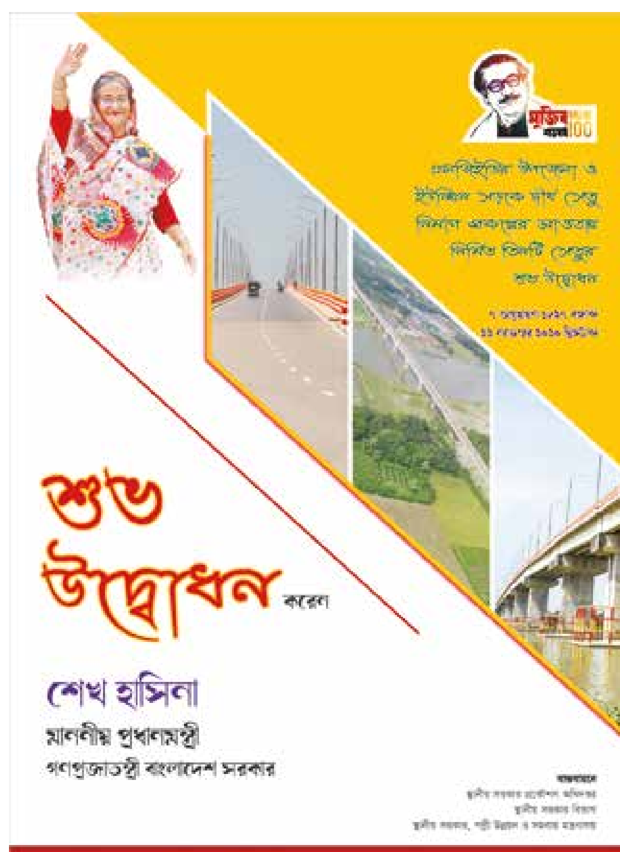

অধ্যায়-১৬

বিবিধ

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন ১৩৬
জাতীয় শোক দিবস ২০২০ ১৩৬
মহান বিজয় দিবস ২০২০ ১৩৬
আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২১ ১৩৭
জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত ১৩৮
জেলাপর্যায়ে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত ১৩৯
বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ ১৪০
বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের উদযাপনে এলজিইডির অংশগ্রহণ ১৪০
বাংলাদেশের অর্জন ১৪০
ইনোভেশন শোকেসিং কর্মশালা ২০২০ ১৪১
বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের এলজিইডিতে আগমন ১৪১
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি ১৪১
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন এমপি ১৪১
স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ ১৪১
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ হাসিবুল আলম ১৪১
স্বীকৃতি অর্জন ১৪২
এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলীর জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার লাভ ১৪২
বিশ্বমহামারী করোনাভাইরাস ১৪৩

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন

এলজিইডি প্রতিবছর যথাযোগ্য মর্যাদায় বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন করে থাকে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস, ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস, ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস, ১৭ মার্চ জাতির পিতার জন্মবার্ষিকী, ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। এসব দিবস উপলক্ষ্যে দোয়া মাহফিল, আলোচনা সভা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, আলোকচিত্র প্রদর্শনী, র‌্যালি, মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ইত্যাদি আয়োজন করা হয়। চলতি বছর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে এলজিইডি কেন্দ্রীয় ও দেশব্যাপী ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে।

জাতীয় শোক দিবস ২০২০

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ইতিহাসের এ নারকীয় হত্যাকাণ্ডের দিনটি আমাদের জাতীয় শোক দিবস। এলজিইডি যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে জাতীয় শোক দিবস পালন করে। প্রতিবছরের মতো ২০২০ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতার ৪৫ তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে সকালে এলজিইডির সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী চলমান কোভিড ১৯ পরিস্থিতির কারনে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সদর দপ্তরে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুস্পমাল্য অর্পন করেন। পরবর্তীতে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে এলজিইডি সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের প্রকৌশলীদের অংশগ্রহণে ভার্চুয়াল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শাহদাৎবরণকারীদের রুহের মাগফেরাত কামনায় এলজিইডি সদর দপ্তর এবং বিভাগ, অঞ্চল ও জেলা পর্যায়ে কোরআন-খানী ও বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

মহান বিজয় দিবস ২০২০

১৬ ডিসেম্বর ২০২০ মহান বিজয় দিবসে এলজিইডির কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারনে স্বাস্থ্যবিধি মেনে এলজিইডি সদর দপ্তরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন। বিজয় দিবসে উপলক্ষ্যে বিকেলে এলজিইডি সদর দপ্তরে 'বাংলাদেশের বিজয় দিবস ও আমাদের অর্জন; প্রেক্ষিত এলজিইডি' শীর্ষক এক আলোচনা সভা ও সবশেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

আলোচনা সভায় এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী বলেন, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ অভিন্ন সত্ত্বা। যতদিন বাংলাদেশ আছে, ততদিন তিনি বেঁচে থাকবেন। জাতির পিতা ক্ষুধা, দারিদ্র্যমুক্ত, সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর উত্তরসূরী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। এলজিইডি জাতির পিতার সোনার বাংলা বিনির্মাণের স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দিতে ব্যাপক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। এলজিইডির কার্যক্রমের ফলে উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্যারাডাইম শিফট হয়েছে। বাংলাদেশ যোগাযোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ সকল সূচকে অভূতপূর্ব অগ্রগতি অর্জন করেছে।

আলোচনা শেষে এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আহসান হাবিব-এর পরিকল্পনা, গ্রন্থণা ও নির্দেশনায় ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে মহান বিজয় দিবসের বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে এলজিইডি পরিবারের সদস্যদের মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের বিজয়ী শিশু-কিশোররা অনুষ্ঠানে নৃত্য, সংগীত ও আবৃত্তি পরিবেশন করে। এছাড়াও, ৩১ ডিসেম্বর ২০২০, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় আয়োজিত বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ভার্চুয়াল সভায় স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন এলজিইডিসহ অন্যান্য সংস্থাপ্রধানগণ এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ অংশ নেন।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২১

২০১০ সাল থেকে এলজিইডি ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন করে আসছে। ৮ মার্চ ২০২১ এলজিইডিতে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী সম্মাননা পুরস্কার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি পল্লি, নগর ও পানিসম্পদ উন্নয়ন– এই তিন সেক্টরে ৩ জন করে মোট ৯ জন শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীর মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।

এ বছর নারী দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল 'করোনা কালে নারী নেতৃত্ব, গড়বে নতুন সমতার বিশ্ব'। এলজিইডির সদর দপ্তরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি বলেন, নারী পুরুষের সম্মিলনেই কেবল পৃথিবীর গুণগত পরিবর্তন আসতে পারে। নারীদের জন্য সমমর্যাদা নিশ্চিত করতে না পারলে সমাজের অগ্রগতি সম্ভব নয়। নারীদের প্রণোদনা দিতে হবে। তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে নারীদের এগিয়ে আসার কথা উল্লেখ করেন। একইভাবে পোশাক শিল্পে নারীদের অংশগ্রহণকে প্রসংশনীয় উল্লেখ করে বলেন, নারীদের অংশগ্রহণ ছাড়া টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়।

তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে বলেন, বঙ্গবন্ধু এক শোষণমুক্ত সমাজ কায়েম করতে চেয়েছিলেন। এসময়ে তিনি বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবকে নারীদের অগ্রগামিতার পথিকৃত বলে উল্লেখ করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রসংশা করে বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদুরপ্রসারী নেতৃত্বে দেশে নারী উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে সাফল্য এসেছে। তিনি বয়স্কভাতা, বিধবা ভাতার কথা উল্লেখ করে বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এসব উদ্যোগে সমাজে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কন্যাশিশু শিক্ষাকে বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আজ দেশে অনেক নারী চাকুরীসহ উদ্যোক্তায় পরিণত হয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যে অনেক নারী সাফল্য লাভ করেছে, যার ইতিবাচক প্রভাব আমাদের অর্থনীতিতে লক্ষণীয়।

এলজিইডি সকল উন্নয়ন কাজে নারীদের সম্পৃক্ত করার বিষয়কে নারী উন্নয়ন এবং জেন্ডার সমতায়নে বিশেষ গুরুত্ব রাখছে বলে মাননীয় মন্ত্রী উল্লেখ করেন।

সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ। সভার সভাপতিত্ব করেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আব্দুর রশীদ খান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী এবং এলজিইডি জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরামের সভাপতি মোঃ আহসান হাবিব। দিবসটির প্রতিপাদ্যের ওপর বক্তব্য উপস্থাপন করেন এলজিইডি জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরামের সদস্যসচিব, প্রকল্প পরিচালক সালমা শহীদ। অনুষ্ঠানে শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীরা তাদের জীবনসংগ্রাম, প্রেরণা ও সাফল্যের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন।

এলজিইডির বিভিন্ন প্রকল্পের জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রমের আলোকচিত্র প্রদর্শনী এবং শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীর জীবনভিত্তিক ভিডিওচিত্র প্রদর্শিত হয়।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি ৯ জন শ্রেষ্ঠ স্বাবলম্বী নারীকে এলজিইডির সম্মাননা স্মারক ও নগদ অর্থ (১ম পুরস্কার ১২ হাজার টাকা, ২য় পুরস্কার ১১ হাজার টাকা ও ৩য় পুরস্কার ১০ হাজার টাকা) প্রদান করেন। এ বিষয়ে অধ্যায় ৯-এ বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে।

এলজিইডিতে যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত

ভেঙ্গেষেছ দুয়ার,
এসেছ জ্যোতির্ময়;
ভারত বর্ষে যখন একদিকে ব্রিটিশ উপনিবেশ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে ওঠে, অপরদিকে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়, তখন বাঙলার জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের আকাঙ্খাও দানা বাঁধতে থাকে। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের এই যুগ সন্ধিক্ষণে ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন, মহাকালের মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

বাঙালি জাতির এ জ্যোতির্ময় নক্ষত্রের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এলজিইডি বর্ণাঢ্য কর্মসূচী গ্রহণ করে। ১৭ মার্চ ২০২১ এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আব্দুর রশীদ খান-এর নেতৃত্বে এলজিইডির সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে ফুলেল শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের মধ্যদিয়ে দিনের কর্মসূচী উদ্বোধন করেন। পরবর্তীতে জাতির পিতার জীবন ও কর্মের ওপর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে প্রধান প্রকৌশলী বলেন, জাতির পিতার জন্ম না হলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না। মহান এ নেতার রাজনৈতিক আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল ক্ষুধা, দারিদ্র্যমুক্ত সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়া। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। এলজিইডি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতির পিতার সোনার বাংলা বিনির্মাণে কাজ করছে। সভায় অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাগণ বঙ্গবন্ধুর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

জাতির পিতার ১০১ তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে ১০১ পাউন্ডের একটি কেক কাটা হয়। যোহর নামাজ বাদ বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের শাহাদাতবরণকারী সদস্যদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায় এলজিইডির কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর গুরুত্বপূর্ণ উক্তি এবং তাঁর দুর্লভ ছবি সম্বলিত পোস্টার, ব্যানার দিয়ে এলজিইডি ভবন সুসজ্জিত করা হয়। এছাড়াও, ছিল বণার্ঢ্য আলোকসজ্জা।

ফিরে দেখা

জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীকে চির অম্লান করে রাখার জন্য এলজিইডি বর্ষব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে।

'মুজিব বর্ষের অঙ্গীকার
সড়ক হবে সংস্কার'-

এ শ্লোগানকে প্রতিপাদ্য করে এলজিইডি অক্টোবর ২০২০ এবং মার্চ ২০২১ কে গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষন মাস হিসেবে ঘোষণা করে। গত অক্টোবর ২০২০ সালে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি এ রক্ষণাবেক্ষণ মাসের শুভ উদ্বোধন করেন। এ কর্মসূচীর লক্ষ্য, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে বরাদ্দকৃত অর্থের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা। গ্রামীণ সড়ক সংস্কারের মাধ্যমে সড়কের স্থায়ীত্ব বৃদ্ধি, নিরাপদ যান চলাচল, সড়ক ব্যবহারকারীদের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা এবং সড়ক সংস্কারের কাজে নিয়োজিত এলজিইডির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্বুদ্ধ করা।

সারাদেশে এলজিইডির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ক্যাটগরির ৩,৫৩,৩৫৩ কিলোমিটার গ্রামীণ সড়ক রয়েছে যার মধ্যে ১,২৮,৫২৯ কিলোমিটার পাকা সড়ক। অক্টোবর ২০২০ এবং মার্চ ২০২১ মেয়াদে ১৪,৮০০ কিলোমিটার সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। পাকা সড়কগুলো ব্যবহার উপযোগী রাখার জন্য অফ পেভমেন্ট ও অন পেভমেন্ট সমায়ন্তর রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের যথাযথ বাস্তবায়ন অপিরহার্য। এলজিইডি সড়কের নিয়মিত, জরুরী এবং সময়ান্তর- এ তিন ধরনের রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে।

মুজিব বর্ষের অঙ্গীকার/সড়ক হবে সংস্কার- এ কর্মসূচীতে ১০,১৪৭ জন রক্ষণাবেক্ষণ কর্মী, ৬০১ জন সুপারভাইজার এবং ৩২০ জন দক্ষ ও সাধারণ শ্রমিক নিযুক্ত করা হয়েছে। এতে প্রায় ৪০ লাখ জনদিবস কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। এ কাজে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী থেকে ১৩৪.৬৯ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়।

বিভিন্ন পর্যায়ে জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণে দেশজুড়ে উৎসবমুখর পরিবেশে এলজিইডি এ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে। রক্ষণাবেক্ষণ ও বরাদ্দকৃত অর্থের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে বিগত অক্টোবর ২০২০ ও মার্চ ২০২১ পর্যন্ত প্রায় ৪,৯১০ কিলোমিটার অন পেভমেন্ট এবং ১৩,২৯১ কিলোমিটার অফ পেভমেন্ট নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সড়ক স্বাচ্ছন্দে চলাচল উপযোগী করা সম্ভব হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু কর্নার

বিগত ১৭ মার্চ ২০২০ জাতির পিতার জন্মদিন এবং মুজিব বর্ষ উদযাপনের প্রারম্ভিক পর্যায়ে এলজিইডি মূল ভবনে নির্মিত হয় 'মুজিব কর্নার'। দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত বঙ্গবন্ধু কর্নারে রয়েছে জাতির পিতার দুর্লভ স্থিরচিত্র এবং তাঁর ওপর প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু বই। প্রতিদিন দর্শনাথীরা এ কর্নারে এসে জাতির পিতার জীবন ও কর্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করছে।

নিবন্ধ

মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে এলজিইডির ত্রৈমাসিক প্রকাশনা 'নিউজ লেটার'-এ জাতির পিতার রাজনৈতিক দর্শন এবং সোনার বাংলা বিনির্মাণে তাঁর ভাবনাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের বর্তমান অগ্রগতিতে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে এলজিইডির সম্পৃক্ততার ওপর প্রতিটি সংখ্যায় সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখা হয়।

মুজিব শতবর্ষের লোগো ব্যবহার

এলজিইডি বছরব্যাপী সকল দাপ্তরিক চিঠিপত্র এবং প্রকাশনায় জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মুদ্রিত বিশেষ লোগো ব্যবহার করে।

টুংগীপাড়ায় জাতির পিতার সমাধিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন

এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী ও কর্মকর্তাগণ টুংগীপাড়ায় জাতির পিতার সমাধিসৌধ পরিদর্শন করে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন।

এভাবে ব্যাপক কর্মসূচী বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে এলজিইডি বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকীকে চির স্মরণীয় করে রাখে।

এলজিইডির জেলাপর্যায়ে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উদ্‌যাপিত

গত ১৭ মার্চ ২০২১ দেশব্যাপী এলজিইডির জেলা পর্যায়ের নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে ফুলেল শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। একই সঙ্গে আলোচনা সভা ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চেতনা আগামী প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে 'বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ' শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিটি জেলায় তিন ক্যাটাগরিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়। এ উপলক্ষ্যে এলজিইডির বিভাগ, অঞ্চল ও জেলা পর্যায়ের কার্যালয়সমূহ বর্ণিল সাজে সজ্জিত এবং রাতে আলোকসজ্জা করা হয়।

বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ

বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে এলজিইডির অংশগ্রহণ

স্বল্পোন্নত দেশের ধারনাটি ষাটের দশকে প্রথম প্রবর্তিত হলেও জাতিসংঘ প্রথম স্বল্পেন্নত দেশগুলোকে পৃথকভাবে শ্রেণিবদ্ধ করে ১৯৭১ সালে। বিশ্বের অপেক্ষাকৃত দরিদ্র দেশগুলো আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন কর্মকান্ডে ক্রমশ পিছিয়ে থাকার প্রেক্ষাপটে এ সব দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে জাতিসংঘ প্রথম স্বল্পোন্নত দেশের ধারনাটি প্রবর্তন করে। বাংলাদেশ ১৯৭৫ সালে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকাভুক্ত হয়। ২০১১ সাল পর্যন্ত স্বল্পোন্নত দেশ নিয়ে জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠান আঙ্কটাডের নেতৃত্বে চারটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০১১ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত স্বল্পোন্নত দেশসমূহের ৪র্থ জাতিসংঘ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। স্বল্পোন্নত দেশসমূহের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ইস্তাম্বুল ঘোষণা ও ইস্তাম্বুল কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হয়। এ কর্মপরিকল্পনার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছিল, ২০২০ সালের মধ্যে অর্ধেক সংখ্যক দেশকে স্বল্পোন্নত দেশের ক্যাটাগরি থেকে উত্তরণ ঘটানো।

চলতি অর্থবছরে, বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ ঘটেছে। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন নীতি সংক্রান্ত কমিটি (সিডিপি) গত ১৫ মার্চ এলডিসি থেকে বাংলাদেশের উত্তরণের যোগ্যতা অর্জনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়। এলডিসি ক্যাটাগরি থেকে উত্তরণের জন্য মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ সূচক এবং অর্থনৈতিক ভংগুর সূচক- এ তিনটি সূচকের যে কোন ২টি অর্জনের শর্ত থাকলেও বাংলাদেশ ৩টি সূচকের মানদন্ডেই উন্নীত হয়েছে।

জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিলের (ইকোসক) মানদন্ড অনুযায়ী এ ক্ষেত্রে ১টি দেশের মাথাপিছু আয় হতে হবে কমপক্ষে ১২৩০ মার্কিন ডলার, বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় বর্তমানে ১৬১০ মার্কিন ডলার। মানবসম্পদ সূচক ৬৬ প্রয়োজন হলেও বাংলাদেশ অর্জন করেছে ৭২.৯। অর্থনৈতিক ভংগুরতা সূচক হতে হবে ৩২ ভাগ বা এর কম যেখানে বাংলাদেশের রয়েছে ২৪.৮ ভাগ।

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ থেকে আজকের এ উত্তরণ যেখানে রয়েছে এক বন্ধুর পথ পাড়ি দেবার ইতিহাস। সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের এটি একটি বড় অর্জন। এটি সম্ভব হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশের সাহসী এবং অগ্রগতিশীল উন্নয়ন কৌশল গ্রহণের ফলে, যা সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কাঠামোগত রূপান্তর ও উল্লেখযোগ্য সামাজিক অগ্রগতির মাধ্যমে বাংলাদেশ দ্রুত উন্নয়নের পথে নিয়ে এসেছে।

বাংলাদেশের অর্জন

একটি উন্নয়নশীল দেশ হয়েও বাংলাদেশ ইতোমধ্যে সারাবিশ্বের নিকট প্রাকৃতিক দুর্যোগের নিবিড় সমন্বিত ব্যবস্থাপনা, ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবহার, দারিদ্র্যদূরীকরণ, বৃক্ষরোপন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সূচকের ইতিবাচক পরিবর্তন প্রভৃতি ক্ষেত্রে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যুদ্ধবিধ্বস্ত, প্রায় সবক্ষেত্রে অবকাঠামোহীন সেদিনের সেই সদ্যজাত জাতির ৪৩ বছরে অর্জনের পরিসংখ্যানও অপ্রতুল নয়। সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রার ৮টি লক্ষ্যের মধ্যে শিক্ষা, শিশুমৃত্যুর হার কমানো, এবং দারিদ্র্যহ্রাসকরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য উন্নতি প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছে।

এছাড়াও, স্বাস্থ্যসেবা, নারী ও শিশু উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন, কৃষিতে কৃতিত্ব এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, প্রবাসী শ্রমিকদেও উন্নয়নে অর্জন, জাতিসংঘ শান্তি মিশনে বাংলাদেশ, বিদ্যুৎ খাতে সাফল্য, শিল্প ও বাণিজ্যেও ব্যাপক প্রসার, সামাজিক ও নিরাপত্তা খাতে অর্জন, ভূমি ব্যবস্থাপনা ও মন্দা মোকাবেলায় সাফল্যই বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশে থেকে আরও উন্নতির দিকে এগিয়ে নিচ্ছে।

গত ২৭ ও ২৮ মার্চ ২০২১ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের বিষয়টি দেশব্যাপী উদযাপন করা হয়। বাংলাদেশের এক অনন্য অর্জন/ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ- এই শ্লোগান নিয়ে দেশের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এ উদযাপন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

উদযাপনের অংশ হিসেবে এলজিইডি দেশের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বাস্তবায়িত কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে। দেশের এ অর্জনে এলজিইডি সরকারের বৃহৎ প্রকৌশল সংস্থা হিসেবে যে সকল উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে, সে সকল কার্যক্রম তুলে ধরা হয়। এ লক্ষ্যে এলজিইডি সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক কেন্দ্রীয় সদর দপ্তর থেকে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও দিকনির্দেশনা প্রদান করে। বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবার লক্ষ্য নির্ধারণ করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

ইনোভেশন শোকেসিং কর্মশালা ২০২১

গত ২৫ জুন ২০২১ স্থানীয় সরকার বিভাগের আয়োজনে ভার্চুয়ালি দিনব্যাপী ইনোভেশন শোকেসিং কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এলজিইডি কর্মশালায় অংশ গ্রহণ করে। চলমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমেদ বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সরকারি সেবাসমূহ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে উদ্ভাবন কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সেবাসমূহকে আরও সহজতর করে জনসেবার মানকে উন্নত করার মধ্য দিয়েই বাংলাদেশ রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে যাবে। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মেজবাহ উদ্দিন।

শোকেসিং কর্মশালায় স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন ১২টি সিটি কর্পোরেশন, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা ওয়াসা, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয় এবং কক্সবাজার, চাঁদপুর ও যশোর পৌরসভায় বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন উদ্ভাবনী কার্যক্রম এবং ভবিষ্যৎ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরা হয়। প্রদর্শনীতে এলজিইডি 'অন লাইন মিটিং এপ্লিকেশন' উপস্থাপন করে। এছাড়া, স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠান উদ্ভাবনী সম্পর্কিত ফ্লোচার্ট, স্থিরচিত্র, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন ইত্যাদি উপস্থাপন করে।

জনপ্রশাসনে উদ্ভাবন সংস্কৃতি বিকাশের মাধ্যমে নাগরিক সেবা ও দাপ্তরিক কার্যপদ্ধতি সহজীকরণে উদ্ভাবন কার্যক্রমকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ এ কর্মশালার আয়োজন করে। এলজিইডি কর্মশালায় সংস্থার উদ্ভাবনী কার্যক্রমসমূহ তুলে ধরে।

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের এলজিইডিতে আগমন

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি ২০২০-২০২১ অর্থবছরে একাধিকবার এলজিইডতে আগমন করেন।

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ৮ মার্চ ২০২১ আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি এলজিইডতে আগমন করেন। এছাড়া, গত ২৪ মে ২০২১ এলজিইডিতে সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত সহকারি প্রকৌশলী (পুর)/ উপজেলা সহকারি প্রকৌশলীদের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানেও মাননীয় মন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন

গত ২৬ জুন ২০২১ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) ফেজ-২ এর এমআইএস সেলের উদ্যোগে প্রকল্পের অর্জনসমূহের ওপর এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন।

স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ

গত ৮ মার্চ ২০২১ আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে এলজিইডতে আগমন করেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ। এছাড়া, গত ২৪ মে ২০২১ এলজিইডিতে সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত সহকারি প্রকৌশলী (পুর)/ উপজেলা সহকারি প্রকৌশলীদের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানেও তিনি বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ হাসিবুল আলম

গত ১৬ নভেম্বর ২০২০ এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রাথমিক শিক্ষা অবকাঠামো উন্নয়নের ওপর মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ হাসিবুল আলম।

স্বীকৃতি অর্জন

জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার পেলেন এলজিইডি প্রধান প্রকৌশলী

“সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল” ২০১২ সালে মন্ত্রীসভা- বৈঠকে অনুমোদিত হয়। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের রূপকল্প ‘সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা’ এবং অভিলক্ষ্য ‘রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা’। শুদ্ধাচার চর্চায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনায় সরকারি কর্মচারীদের জন্য এ পুরস্কারের প্রবর্তন করা হয়েছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার পেয়েছেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আব্দুর রশীদ খান। গত ২৭ জুন ২০২১ স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মচারীদের মধ্যে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২০-২১ প্রদান হয়। পুরস্কার প্রদান করেন, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি। এসময়ে তিনি বলেন, সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করলে সহজেই সাফল্য আসবে। এটা ব্যক্তি পর্যায়ে যেমন প্রযোজ্য সমষ্টিগত ক্ষেত্রেও তেমনি। তথ্যপ্রযুক্তি বর্তমান বিশ্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে, তাই প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রযুক্তিজ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে নিজ নিজ অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখতে হবে।

‘শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা ২০১৭’ এর ৩.২ ধারা মোতাবেক তিন ক্যাটাগরিতে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল অনুসরণে দ্রুততার সঙ্গে সহজে জনসেবা প্রদানের স্বীকৃতি স্বরূপ দপ্তর/সংস্থা প্রধান ক্যাটাগরিতে এ পুরস্কার অর্জন করেন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)-এর প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আব্দুর রশীদ খান। পুরস্কার হিসেবে তাঁকে সার্টিফিকেট, ক্রেস্ট ও এক মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয়।

এছাড়া, মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী ‘জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল’-এর আলোকে শুদ্ধাচার চর্চার জন্য ২০২০-২১ অর্থবছরে এলজিইডি সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের কর্মচারীদের মধ্যে শুদ্ধাচার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। মোট ১৪ জন এ পুরস্কারে ভূষিত হন যার মধ্যে এলজিইডি সদর দপ্তর পর্যায়ে ২ জন, বিভাগীয় পর্যায়ে ৩ জন, আঞ্চলিক পর্যায়ে ৩ জন, জেলা পর্যায়ে ৩ জন এবং উপজেলা পর্যায়ে ৩ জন।

পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন, সদর দপ্তর পর্যায়ে সৈয়দ আব্দুর রহিম, নির্বাহী প্রকৌশলী, রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট, তিনি গ্রেড-২ হতে গ্রেড ১০ ভুক্ত কর্মচারী ক্যাটাগরীতে এ পুরস্কার পান। মরিয়ম সাদিয়া সীথি, অফিস সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক, রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট, তিনি গ্রেড ১১ হতে গ্রেড ২০ ভুক্ত কর্মচারী।

বিভাগীয় পর্যায়ে মোঃ নূর হোসেন হাওলাদার, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ বিভাগ, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ক্যাটগরী। ফারজানা আফরীন হক, সহকারী প্রকৌশলী, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়, ময়মনসিংহ বিভাগ, তিনি তিনি গ্রেড ৫ হতে গ্রেড ১০ ভুক্ত কর্মচারী। মোঃ আব্দুল মোন্নাফ, হিসাব রক্ষক, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়, রংপুর বিভাগ, তিনি গ্রেড ১১ হতে গ্রেড ২০ ভুক্ত কর্মচারী।

আঞ্চলিক পর্যায়ে তোফাজ্জল আহমদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম অঞ্চল, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ক্যাটগরী। সুবীর কুমার সরকার, নির্বাহী প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কার্যালয়, দিনাজপুর অঞ্চল, তিনি তিনি গ্রেড ৫ হতে গ্রেড ১০ ভুক্ত কর্মচারী। মনোরঞ্জন রায়, হিসাব রক্ষক, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কার্যালয়, রংপুর অঞ্চল, তিনি গ্রেড ১১ হতে গ্রেড ২০ ভুক্ত কর্মচারী।

জেলা পর্যায়ে মোঃ এহসানুল হক, নির্বাহী প্রকৌশলী, গোপালগঞ্জ জেলা, নির্বাহী প্রকৌশলী ক্যাটগরী। মোঃ হাফিজুর রহমান, উপসহকারী প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, বরিশাল, তিনি গ্রেড ৫ হতে গ্রেড ১০ ভুক্ত কর্মচারী। মিজানুর রহমান, হিসাব রক্ষক, নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, মানিকগঞ্জ, তিনি গ্রেড ১১ হতে গ্রেড ২০ ভুক্ত কর্মচারী।

উপজেলা পর্যায়ে রুবাইয়াত জামান, উপজেলা প্রকৌশলী, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ। মোঃ শাহাদাত হোসেন, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী, তিনি তিনি গ্রেড ৬ হতে গ্রেড ১০ ভুক্ত কর্মচারী। এবং বলরাম বিশ্বাস, কার্যসহকারী, বাগমারা, রাজশাহী, তিনি তিনি গ্রেড ১১ হতে গ্রেড ২০ ভুক্ত কর্মচারী। পুরস্কারপ্রাপ্তরা একটি সার্টিফিকেট এবং এক মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ টাকা পেয়েছেন।

বিশ্বমহামারী করোনাভাইরাস

গত ৮ মার্চ ২০২০ থেকে বাংলাদেশে বিশ্বমহামারী কোভিড-১৯ (নভেল করোনাভাইরাস) এর প্রকোপ দেখা দেয়। সারাবিশ্বের মতো বাংলাদেশেও এ মহামারীতে জনজীবন থেমে যায়, স্থবির হয়ে পড়ে সার্বিক কর্মকাণ্ড। দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক। পরিস্থিতি বিবেচনা করে সরকার ২৫ মার্চ ২০২০ সরকারি ছুটি ঘোষণা করে। এতে যোগাযোগসহ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়ে যায়, অসহায় ও দরিদ্র মানুষের জীবনে দেখা দেয় বহুমুখী সংকট। এ পরিস্থিতিতে অসহায়, দুস্থ ও হতদরিদ্রদের খাদ্য সহায়তার লক্ষ্যে সরকার দেশজুড়ে বিস্তৃত কার্যক্রম হাতে নেয়। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে রাজধানীর বস্তিবাসী ও হতদরিদ্র মানুষদের খাদ্য সহায়তার লক্ষ্যে গত ১ এপ্রিল ২০২০ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি রাজধানীর কামরাঙ্গীরচর ও রায়ের বাজার শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধের আশেপাশে বসবাসরত বস্তিবাসী, ভাসমান জনগোষ্ঠী ও রিকশাচালকদের মধ্যে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেন। ত্রাণসামগ্রীর মধ্যে ছিল চাল, ডাল, সাবান, তেল, আলু, পিঁয়াজসহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। ত্রাণ বিতরণের সময় স্থানীয় সরকার বিভাগ ও এলজিইডির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৩১টি নির্দেশনা প্রতিপালন করে উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন অব্যহত রাখা হয়। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি করোনাভাইরাস থেকে সুরক্ষিত থেকে দায়িত্ব পালনের জন্য এলজিইডির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুরক্ষা সামগ্রী প্রদান করেন। গত ২৯ জুন ২০২০ এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী এসব সামগ্রী গ্রহণ করেন। এলজিইডি সদর দপ্তরে ডিজইনফেশন টানেল ও হাতধোয়ার ব্যবস্থাসহ শারিরীক তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য ডিজিটাল থার্মোমিটার স্থাপন করা হয়। মাঠপর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় দু'লক্ষ পিস সার্জিক্যাল মাস্ক এবং ৭০টি থার্মোমিটার বিতরণ করা হয়। এছাড়া, এলজিইডির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কোভিড-১৯ পরীক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

জুন ২০২১ পর্যন্ত কোভিড-১৯ এ এলজিইডির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে মোট ১২০ জন আক্রান্ত হন যার মধ্যে ৮ জন মারা যান। এ নিয়ে এ পর্যন্ত সর্বমোট আক্রান্তের সংখ্যা ৩০৫ জন এবং মৃতের সংখ্যা সর্বমোট ১৫ জন। ২০২০-২১ অর্থবছরে যারা মৃত্যুবরণ করেছেন, তারা হলেন, তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের বেনাপোল পৌরসভায় কর্মরত উপ-সহকারী প্রকৌশলী উম্মে বুলবুল সুলতানা জাহান, ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা উপজেলায় কর্মরত কমিউনিটি অর্গানাইজার আব্দুর রাজ্জাক আকন্দ, ঢাকা জেলার কেরাণীগঞ্জ উপজেলার হিসাব সহকারী মোঃ মইন উদ্দীন, এলজিইডির গাড়ি চালক মোঃ কামরুল হক, এলজিইডির সদর দপ্তরে প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ইউনিটে কর্মরত সিনিয়র সোসিওলজিস্ট মোঃ বজলুল কাদের সিদ্দিক, সদর দপ্তরের অডিট শাখায় কর্মরত তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ রফিকুল ইসলাম, স্মল স্কেল ওয়াটার রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট (সেক্টর) প্রজেক্ট-২ এর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিস্ট মোঃ মহিউদ্দিন আহমেদ এবং যশোর জেলার বাঘারপাড়া উপজেলা প্রকৌশলীর দপ্তরের কার্যসহকারী অনন্ত কুমার বিশ্বাস। কোভিড-১৯ অতিমারীতে অকাল প্রয়াত এসকল সদস্যদের জন্য এলজিইডি পরিবার শোকার্ত ও মর্মাহত।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ক: ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পের তালিকা ii
সেক্টর: পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান ii
বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়ন (জিওবি) ii
বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীর যৌথ অর্থায়ন প্রকল্প v
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প vi
সেক্টর: ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ vi
বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে (জিওবি) vi
বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীর যৌথ অর্থায়ন প্রকল্প vii
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প vii
সেক্টর: কৃষি (সাব-সেক্টর সেচ) vii
বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে (জিওবি) vii
বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীর যৌথ অর্থায়ন প্রকল্প vii
সেক্টর: জন প্রশাসন (কারিগরি সহায়তা প্রকল্প) vii
বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীর যৌথ অর্থায়ন প্রকল্প vii

পরিশিষ্ট খ: ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা viii
সেক্টর: পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান viii
সেক্টর: ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ viii

পরিশিষ্ট গ: ২০২০-২০২১ অর্থবছরে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পের তালিকা ix
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ix
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় ix
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ix
ভূমি মন্ত্রণালয় ix
পল্লী উন্নয়ন বিভাগ ix
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ ix

পরিশিষ্ট ঘ: ২০২০-২০২১ অর্থবছরে অনুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা x
সেক্টর: পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান x
বিনিয়োগ প্রকল্প x
সেক্টর: ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ x
বিনিয়োগ প্রকল্প x

পরিশিষ্ট ঙ: বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরিতে যারা সহযোগিতা করেছেন xi

পরিশিষ্ট ক

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পের তালিকা

সেক্টর: পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান

(লক্ষ টাকা)

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আরএডিপি বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
	বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়ন (জিওবি)				
১	পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৯০৫.০০	৯০৫.০০	১০০%	১০০%
২	জামালপুর ও শেরপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৭৪৫০.০০	৬৪৪৯.৮১	১০০%	৮৬.৫৭%
৩	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলা, সুনামগঞ্জ জেলা" শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৬৭৪.০০	৬৭০.৯৫	১০০%	৯৯.৫৫%
৪	নেত্রকোণা জেলাধীন মোহনগঞ্জ ও আটপাড়া উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৬৯৭.০০	৬৯০.১৭	১০০%	৯৯.০২%
৫	পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৫০০০০.০০	৩৭৯৯৯.৭৯	১০০%	৭৬.০০%
৬	খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৩৬০০০.০০	২৮৭৯৯.৪৩	১০০%	৮০.০০%
৭	লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুন্যস্নান উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	১১০০.০০	১০৯৭.৭৩	১০০%	৯৯.৭৯%
৮	নরসিংদী জেলাধীন সদর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	২৩৯.০০	১৯৫.১৬	১০০%	৮১.৬৬%
৯	বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা)	১৬৭০০.০০	১৩৩৫৯.৮৯	১০০%	৮০.০০%
১০	কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৬৭.০০	৬৭.০০	১০০%	১০০%
১১	উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প । (২য় সংশোধিত)	১২৪৫০.০০	১০৪২৯.১৫	১০০%	৮৩.৭৭%
১২	গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)	৯০০০.০০	৭১৬৪.২৪	১০০%	৭৯.৬০%
১৩	গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ ভোলা জেলা শীর্ষক প্রকল্প	৮৪৫০.০০	৬৮৩১.৫১	১০০%	৮০.৮৫%
১৪	বরিশাল বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	২০২০০.০০	২০১২৩.৭৯	১০০%	৯৯.৬২%
১৫	বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পার্ট-২) (২য় সংশোধিত)	১৯০০.০০	১৮৯৯.৮৯	১০০%	৯৯.৯৯%
১৬	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৬৮ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত প্রি-স্ট্রেসড গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	৫১০৫.০০	৫১০৪.০৪	১০০%	৯৯.৯৮%
১৭	বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	১১৯৫৬.০০	১১৭৬৭.৬৬	১০০%	৯৮.৪২%
১৮	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলা) (২য় সংশোধিত)	১২০০০.০০	৯৫৭৩.৯০	১০০%	৭৯.৭৮%
১৯	গুরুত্বপূর্ণ ৯টি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প । (২য় সংশোধিত)	৪০১২.০০	৪০০৯.৮৮	১০০%	৯৯.৯৫%
২০	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্রগ্রাম ২য় পর্যায় প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	৬৩৭৩.০০	৫৮০০.০০	১০০%	৯১.০১%

পরিশিষ্ট ক

(লক্ষ টাকা)

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আরএডিপি বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
২১	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (১ম সংশোধিত)	১৬০৫৫.০০	১৬০৫৫.০০	১০০%	১০০%
২২	বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা)শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৭৩০০.০০	৫৬৯৭.৩১	৮৫.০০%	৭৮.০৫%
২৩	বৃহত্তর পাবনা-বগুড়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৫১৯৭.০০	৫১৮২.৮৩	১০০%	৯৯.৭৩%
২৪	গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	২৫০০০.০০	২২৪৮৫.৪১	১০০%	৮৯.৯৪%
২৫	পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলার (বিলুপ্ত ছিটমহল) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	৪৩১৫.০০	৪৩১৪.৬৮	১০০%	৯৯.৯৯%
২৬	বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ) (১ম সংশোধিত)	৯২৮৮.০০	৯২৮৫.০০	১০০%	৯৯.৯৭%
২৭	কিশোরগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	৪১৭০.০০	৪০৭১.০৯	১০০%	৯৭.৬৩%
২৮	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)	৯৯৯০.০০	৯৯৮২.৬৪	১০০%	৯৯.৯৩%
২৯	উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)	১৩৩৯৫.০০	১০১৮৯.৯২	১০০%	৭৬.০৭%
৩০	কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ ও নাঙ্গলকোট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৩৭৮.০০	৩৭৮.০০	১০০%	১০০%
৩১	রূপগঞ্জ জলসিড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ (১ম সংশোধিত)	৩৪৮৪.০০	২৭৮৬.৮৪	১০০%	৭৯.৯৯%
৩২	ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১০৫০০.০০	৮৪৮৭.৫৬	১০০%	৮০.৮৩%
৩৩	চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলাধীন গন্ডামারা ব্রীজ হতে গন্ডামারা বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১১৫০.০০	১১৩০.৬৩	১০০%	৯৮.৩২%
৩৪	সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	১৮০০০.০০	১৪৩৯৭.৬৩	৯০.০০%	৭৯.৯৯%
৩৫	দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	১৭৯৫০.০০	১৪৪৪৭.৯২	১০০%	৮০.৪৯%
৩৬	সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১৩২৪৫.০০	১৩০৪৫.০০	১০০%	৯৮.৪৯%
৩৭	বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)	১৪৯৯০.০০	১১৯৮৫.০৬	১০০%	৭৯.৯৫%
৩৮	বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩	২০৪৫০.০০	১৬৩৮৫.৬৬	১০০%	৮০.১৩%
৩৯	মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	২৯৭৮৬.০০	২৩৯৮৩.০৫	১০০%	৮০.৫২%
৪০	গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: বরিশাল, ঝালকাঠী, পিরোজপুর জেলা (১ম সংশোধিত)	২৩৫২৫.০০	২০৮২৫.০০	১০০%	৮৮.৫২%
৪১	সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	১০০০০.০০	৭৯৬৯.০৪	৯৯.০০%	৭৯.৬৯%
৪২	চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১৬৯৫.০০	১৬৬১.১৮	৯৮.০০%	৯৮.০০%

পরিশিষ্ট ক

(লক্ষ টাকা)

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আরএডিপি বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
৪৩	ঢাকা জেলার কেরাণীগঞ্জ উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	১৭৬৪.০০	১৭৬৪.০০	১০০%	১০০%
৪৪	রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৩০০০০.০০	২৩৯৯৯.৮৭	১০০%	৮০.০০%
৪৫	বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩	১৭৮৩০.০০	১৭৮১০.৩৪	১০০%	৯৯.৮৯%
৪৬	বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-৩	২০৭০০.০০	১৬৬৯৯.৮৮	১০০%	৮০.৬৮%
৪৭	রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়	৩৫০০০.০০	২৭৯৯৪.৬৩	১০০%	৭৯.৯৮%
৪৮	ময়মনসিংহ অঞ্চল পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	৪৯৭৫৮.০০	৩৯৯৫৬.৭৫	১০০%	৮০.৩০%
৪৯	কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	৯৯৬.০০	৯১৭.২৭	৯৮.৩০%	৯২.১০%
৫০	উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	১৮৯০৬.০০	১৪১৬৬.৫০	১০০%	৭৪.৯৩%
৫১	বন্যা ও দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ পল্লি সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প	৪০০০০.০০	৩১৯৯৮.৪৬	১০০%	৮০.০০%
৫২	দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন ব্রীজ পুনঃনির্মাণ/ পুনর্বাসন প্রকল্প	৪৭০০০.০০	৪৩৪৯৯.৮২	৯৭.০০%	৯২.৫৫%
৫৩	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলা প্রকল্প	২৬৮৪.০০	২৬৮৩.২২	১০০%	৯৯.৯৭%
৫৪	ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা, সদরপুর ও চরভদ্রাসন উপজেলায় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	১০০৫.০০	১০০৫.০০	১০০%	১০০%
৫৫	মাগুরা জেলার সদর ও শ্রীপুর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৭৭৪.০০	৭৫৪.১৯	১০০%	৯৭.৪৪%
৫৬	পটুয়াখালী জেলার লোহালিয়া নদীর উপর নির্মাণাধীন পিসি গার্ডার ব্রিজের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প	২৮২৪.০০	২৮২৩.৮০	১০০%	৯৯.৯৯%
৫৭	খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	১৪৯৫০.০০	১১৯৮৯.৩৯	১০০%	৮০.২০%
৫৮	যশোর অঞ্চল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	১৫১৫৩.০০	১২২৩১.৭৭	১০০%	৮০.৭২%
৫৯	বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	১২০০০.০০	৯৫৯৮.৮০	৯০.০০%	৭৯.৯৯%
৬০	তিন পার্বত্য জেলায় দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প	১৬৪৫০.০০	১৩২৫০.০০	১০০%	৮০.৫৫%
৬১	গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প	৪২২৫৮.০০	৩৪০৫৭.৯৭	১০০%	৮০.৬০%
৬২	বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪	১৩৬০০.০০	১০৮৭৭.৯০	১০০%	৭৯.৯৮%
৬৩	দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, সুনামগঞ্জ জেলা (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প	১৯৬৬.০০	১৯৪৩.৬০	১০০%	৯৮.৮৬%
৬৪	এলজিইডির মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	৪৬০.০০	৪১১.০৩	৯৫.০০%	৮৯.৩৫%
৬৫	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনুর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৩৭৪৬১.০০	৩০৫৪৮.৪৬	৯৯.০০%	৮১.৫৫%
৬৬	সোনাগাজী ও মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়কে ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১৩৯.০০	১৩৮.৭৮	১০০%	৯৯.৮৪%
৬৭	পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-৩	৪১২২৩.০০	৪১২২২.২৮	১০০%	৯৯.৯৯৮%
৬৮	ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	২০৭৯৫.০০	১৬৭২৫.৩৭	১০০%	৮০.৪৩%

(লক্ষ টাকা)

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আরএডিপি বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি (%) ভৌত	অগ্রগতি (%) আর্থিক
৬৯	বি-বাড়ীয়া জেলায় ৯টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প	১৫০.০০	১৪৯.৯৯	১০০%	৯৯.৯৯%
৭০	চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলাধীন ডাকাতিয়া নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প	১১৪.০০	১০৬.৪১	১০০%	৯৩.৩৪%
৭১	পিরোজপুর জেলার নেসারাবাদ উপজেলা হেডকোয়ার্টার হতে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া ভায়া নাজিরপুর রাস্তা ও সেতু নির্মাণ কাজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা শীর্ষক প্রকল্প	৬০০.০০	৫০০.০০	১০০%	৮৩.৩৩%
৭২	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩	২০০০০.০০	১৬০০০.০০	১০০%	৮০.০০%
৭৩	ঘূর্ণিঝড় আম্পান ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্প	৬৩৭০.০০	৪৮৯৫.৫৫	১০০%	৭৬.৮৫%
৭৪	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ কাজের সম্ভাব্যতা যাচাই শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প	১২২.০০	১৯.১৬	১৬.০০%	১৫.৭০%
৭৫	"আমার গ্রাম-আমার শহর" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প	৮০.০০	৭৮.০০	১০০%	৯৭.৫০%
	বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীর যৌথ অর্থায়ন প্রকল্প				
৭৬	জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৮০০০.০০	৬৩৬৪.৫০	৮৫.০০%	৭৯.৫৬%
৭৭	হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	১০০০০.০০	৯৯৫৮.৮১	১০০%	৯৯.৫৯%
৭৮	রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২ (আরটিআইপি-২) (২য় সংশোধিত)	৪৬৫৮৪.০০	৪৬৫৭৪.৯৬	১০০%	৯৯.৯৮%
৭৯	নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত)	৩৯১৩০.০০	৩৩৭৯৪.০০	৯০.০০%	৮৬.৩৬%
৮০	গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	৬৭৫০.০০	৬৭২২.৪১	১০০%	৯৯.৫৯%
৮১	বাংলাদেশ কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী (১ম সংশোধিত)	৩১৪০.০০	২৯৬৩.৩৯	১০০%	৯৪.৩৮%
৮২	হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	২১৯০০.০০	২১৮৬৫.০০	১০০%	৯৯.৮৪%
৮৩	বহুমূখী দূর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৫০০০০.০০	৪৯৫৪২.৪৬	১০০%	৯৯.০৮%
৮৪	সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৬২০০.০০	৪৬৯০.৩৯	৯৯.০০%	৭৫.৬৫%
৮৫	জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প	২৪০০.০০	২৩০৪.১৪	১০০%	৯৬.০১%
৮৬	অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক প্রকল্প	১৪৫০০.০০	৮২০৭.৬১	৮৫.০০%	৫৬.৬০%
৮৭	রুরাল কানেকটিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট	৭০১৩০.০০	৬৯৮২৫.২৯	১০০%	৯৯.৫৭%
৮৮	বাংলাদেশ: এমাজেন্সি এসিসট্যান্স প্রজেক্ট (এলজিইডি অংশ)	৮৮০০.০০	৮৭৯৭.৭৪	১০০%	৯৯.৯৭%
৮৯	ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এনহেইন্সমেন্ট প্রজেক্ট (এলজিইডি অংশ)	১৩৯৮.০০	১৩১১.৩৩	৯৯.০০%	৯৩.৮০%
৯০	জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১৭৫৭০.০০	১৭১৪৯.১৪	১০০%	৯৭.৬০%
৯১	গ্রামীণ সড়কে সেতু উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচি (প্রোগ্রাম ফর সাপোটিং রুরাল ব্রিজেস)	৮৫১৩.০০	৮৪৬৩.৯০	১০০%	৯৯.৪২%

পরিশিষ্ট ক

(লক্ষ টাকা)

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আরএডিপি বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি (%) ভৌত	অগ্রগতি (%) আর্থিক
৯২	Western Economic Corridor & Regional Enhancement Program (WeCARE) Phase-1: Rural Connectivity. Market and Improvement Project (RCMLIP)	১১১.০০	১১০.৪৫	১০০%	৯৯.৫০%
	কারিগরী সহায়তা প্রকল্প				
৯৩	ইনস্টিটিউশনালাইজিং জেন্ডার ইকুয়ালিটি প্রাকটিসেস ইন লোকাল গভার্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট	৮১৪.০০	৮১৩.৯৯	১০০%	১০০%
	সেক্টর ঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ				
	বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়ন (জিওবি)				
৯৪	সিলেট সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্গত বিমান বন্দর সড়কে মজুমদারি থেকে চৌহাট্টা হয়ে কোর্ট পয়েন্ট পর্যন্ত উড়াল সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১.০০	০.০০	০.০০%	০.০০%
৯৫	গাইবান্ধা পৌরসভার ঘাঘট লেক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৪০০.০০	৩৯৯.৯২	১০০%	৯৯.৯৮%
৯৬	নাঙ্গলকোট পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৭২০.০০	৭১৯.৯৯	১০০%	৯৯.৯৯৮%
৯৭	সিরাজগঞ্জ পৌরসভা কাটাখাল উন্নয়ন ও পার্শ্ববর্তী স্থানের সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	৮৯৯.০০	৭২৬.৫৬	১০০%	৮০.৮২%
৯৮	ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৬৭৫.০০	৬৭৪.৮৭	১০০%	৯৯.৯৮%
৯৯	শেখ হাসিনা সাংস্কৃতিক পল্লী নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	২০০০.০০	১৫৯৮.৪৯	৯৯.০০%	৭৯.৯২%
১০০	বাউফল পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১.০০	০.৯৬	১০০%	৯৬.০০%
১০১	নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	২০০০.০০	১৫৯৭.৭৩	৯৯.০০%	৭৯.৮৯%
১০২	গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)	১১০২৯১.০০	৮৯৩৮০.৯৫	১০০%	৮১.০৪%
১০৩	কুয়াকাটা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১৭০০.০০	১৩৫৯.৯৮	১০০%	৮০.০০%
১০৪	উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	২০০০০.০০	১৪৯৯৮.৮৬	১০০%	৭৪.৯৯%
১০৫	জামালপুর জেলার ৮টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	১৫১৯৭.০০	১২৩৯৬.৯৫	১০০%	৮১.৫৮%
১০৬	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং গুদারাঘাটের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর উপর কদমরসুল ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প	১৪৪৮.০০	১১৫৬.৯১	১০০%	৭৯.৯০%
১০৭	কুমিল্লা জেলার ৫টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	২৫৮৬.০০	২৫১০.৩৭	১০০%	৯৭.০৮%
১০৮	শিবগঞ্জ পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	২৪৮৭.০০	২৪৭৬.৫৬	১০০%	৯৯.৫৮%
১০৯	পটুয়াখালী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	৫০০.০০	৪৮৮.৭৭	১০০%	৯৭.৭৫%
১১০	চরফ্যাশন পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	১৫০০.০০	১১৯৪.৫২	৯০.০০%	৭৯.৬৩%
১১১	টাঙ্গাইল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	৪৫০২.০০	৩৭০১.৭৮	৯৯.০০%	৮২.২৩%
১১২	ফরিদপুর শহরের টেপাখোলা লেক উন্নয়ন প্রকল্প	১০৫৬.০০	১৫২.৯১	১০০%	১৪.৪৮%

(লক্ষ টাকা)

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আরএডিপি বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি (%) ভৌত	অগ্রগতি (%) আর্থিক
১১৩	চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহনন্দা নদীর 'শেখ হাসিনা' সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প	৩০৭৬.০০	৩০৭২.৪৭	১০০%	৯৯.৮৯%
১১৪	সুনামগঞ্জ পৌরসভার সেবার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প	৫০০.০০	৪৯৯.৪৫	১০০%	৯৯.৮৯%
১১৫	কেশবপুর-সাগরদাড়ি মধু সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প	২০০০.০০	১৫৯১.৮৩	৯৫.০০%	৭৯.৫৯%
১১৬	চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন	১১৯.০০	৯৮.৫০	১০০%	৮২.৭৭%
১১৭	কক্সবাজার জেলার চকোরিয়া উপজেলার মহেশখালী-মাতারবাড়ী এলাকার টাউনশিপ ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান প্রণয়ন সমীক্ষা প্রকল্প	১০০.০০	৯৬.১০	১০০%	৯৬.১০%
	বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীর যৌথ অর্থায়ন প্রকল্প				
১১৮	উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১০২১০.০০	৮১৫৮.১৫	৯০.০০%	৭৯.৯০%
১১৯	মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত)	৬১৩০০.০০	৬০৪২৩.৪১	১০০%	৯৮.৫৭%
১২০	সিটি গভারনেন্স প্রজেক্ট শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১৮৬৯৫.০০	১৮৬৯৩.৪৮	১০০%	৯৯.৯৯%
১২১	তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প	৫৭৫০০.০০	৫৭৪৮৪.০০	১০০%	৯৯.৯৭%
১২২	নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	২৩৬৮৫.০০	১৭১০৮.০০	৮০.১২%	৭২.২৩%
১২৩	দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প	২৬০০০.০০	২৫৯৯৫.৬৬	১০০%	৯৯.৯৮%
	কারিগরী সহায়তা প্রকল্প				
১২৪	টেকনিক্যাল এসিসট্যান্ট প্রজেক্ট প্রোপোজাল ফর প্রজেক্ট ডিজাইন এডভ্যান্স (পিডিএ) ফর সিটি রিজিয়ন ইনভেষ্টমেন্ট প্রোগ্রাম	১.০০	০.০০	০.০০%	০.০০%
	সেক্টর ঃ কৃষি (সাব-সেক্টর ঃ সেচ)				
	বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়ন (জিওবি)				
১২৫	টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প	৫৩০০.০০	৪৫৯৯.৭২	১০০%	৮৬.৭৯%
১২৬	সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১৫০০০.০০	১০৯৯৯.৭১	১০০%	৭৩.৩৩%
	বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীর যৌথ অর্থায়ন প্রকল্প				
১২৭	ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)	১৩৫০০.০০	১৩৪৯২.২৯	১০০%	৯৯.৯৪%
	সেক্টর ঃ জন প্রশাসন (কারিগরি সহায়াত প্রকল্প)				
	বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীর যৌথ অর্থায়ন প্রকল্প				
১২৮	ন্যাশনাল রেজিলেন্স প্রোগ্রাম (এলজিইডি পার্ট) কারিগরি সহায়তা শীর্ষক প্রকল্প	৮৬০.০০	৭৩০.০২	৯২.২৩%	৮৪.৮৯%

পরিশিষ্ট-খ

২০২০-২০২১ অর্থবছরের সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা

ক্রম	সেক্টর ঃ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান
০১	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প(২য় পর্যায়)
০২	বরিশাল বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)
০৩	এগ্রিকালচার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প
০৪	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৭৭ মিটার দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ (২য় সংশোধিত)
০৫	বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)
০৬	গুরুত্বপূর্ণ ৯টি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প
০৭	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২
০৮	বৃহত্তর পাবনা-বগুড়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
০৯	পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলার (বিলুপ্ত ছিটমহল) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)
১০	কিশোরগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
১১	কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ ও নাঙ্গলকোট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
১২	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলা, সুনামগঞ্জ জেলা শীর্ষক প্রকল্প
১৩	চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলাধীন গন্ডামারা ব্রীজ হতে গন্ডামারা বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প
১৪	কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প
১৫	পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প
১৬	ঢাকা জেলার কেরাণীগঞ্জ উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প
১৭	চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
১৮	কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প
১৯	ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা, সদরপুর ও চরভদ্রাসন উপজেলায় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প
২০	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলা প্রকল্প
২১	মাগুরা জেলার সদর ও শ্রীপুর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
২২	বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (২য় সংশোধিত)
২৩	নরসিংদী জেলার সদর উপজেলাধীন গ্রামীণ অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
	সেক্টর ঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ
২৪	বাউফল পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প
২৫	নাঙ্গলকোট পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
২৬	সিরাজগঞ্জ পৌরসভা কাটাখাল উন্নয়ন ও পার্শ্ববর্তী স্থানের সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
২৭	শিবগঞ্জ পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প
২৮	সিলেট সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্গত বিমান বন্দর সড়কে মজুমদারি থেকে চৌহাট্টা হয়ে কোর্ট পয়েন্ট পর্যন্ত উড়াল সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
২৯	কক্সবাজার জেলার চকোরিয়া উপজেলার মহেশখালী-মাতারবাড়ী এলাকার টাউনশিপ ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান প্রণয়ন সমীক্ষা প্রকল্প
৩০	টেকনিক্যাল এসিসট্যান্ট প্রজেক্ট প্রোপোজাল ফর প্রজেক্ট ডিজাইন এডভ্যান্স (পিডিএ) ফর সিটি রিজিয়ন ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম

২০২০-২০২১ অর্থবছরে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকল্পের তালিকা

(লক্ষ টাকা)

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আরএডিপি বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি (%) ভৌত	অগ্রগতি (%) আর্থিক
	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়				
০১	উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৭০০০.০০	৬৯৫৭.১৪	১০০%	৯৯.৩৯%
০২	মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৩৮০০.০০	৩৭৮৩.০১	১০০%	৯৯.৫৫%
	সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়				
০৩	গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (বিআরটি গাজীপুর-এয়ারপোর্ট) এলজিইডি পার্ট (১ম সংশোধিত)	৩০০০.০০	২৯৯৭.৩০	১০০%	৯৯.৯১%
	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়				
০৪	পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায় (রুরাল রোডস কম্পোনেন্ট) শীর্ষক প্রকল্প	১৫০১.০০	৮৫২.৫৩	১০০%	৫৬.৮০%
	ভূমি মন্ত্রণালয়				
০৫	সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প	১২০০০.০০	১১৬৮৯.৩২	১০০%	৯৭.৪১%
	পল্লী উন্নয়ন বিভাগ				
০৬	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বাপার্ড) প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)	৪৭২১.০৯	৩৭২১.১০	১০০%	৭৮.৮২%
	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ				
০৭	চাহিদা ভিত্তিক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)	৯৭১৮২.৯৬	৯৭০১১.২৩	১০০%	৯৯.৮২%
০৮	চাহিদা ভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন (১ম পর্যায়)	৮২৭১১.৮৩	৮২৩১৭.৩২	১০০%	৯৯.৫২%
০৯	চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী (পিইডিপি-৪)	১১৯৩৬৩.৮৮	১১৮৯৪৩.৮০	৯৯.৯৯%	৯৯.৬৫%

পরিশিষ্ট-ঘ

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অনুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা

(লক্ষ টাকা)

ক্রম	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	মোট প্রকল্প ব্যয়	প্রকল্প সাহায্য	উন্নয়ন সহযোগী
	সেক্টর ঃ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান			
	বিনিয়োগ প্রকল্প			
০১	চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলাধীন ডাকাতিয়া নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প	১০৭০০.০০		
০২	ঘূর্ণিঝড় আম্পান ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পল্লি অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প	৫৯০৫৫৯.০০		
০৩	Western Economic Corridor & Regional Enhancement Program (WeCARE) Phase-1:Rural Connectivity, Market and Logistic Infrastructure Improvement Project (RCMLIIP)	২১৮০৯৮.৯৮	১৫৩৭৩০.৫০	WB
০৪	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ কাজের সম্ভাব্যতা যাচাই শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প	৪৩৭৪.৬৮		
০৫	নরসিংদী জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	৭৯৫১৬.০০		
০৬	আমার গ্রাম-আমার শহর" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প	২৮০০.০০		
০৭	পিরোজপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	৬০০০০.০০		
০৮	রাঙ্গামাটি জেলার কারিগর পাড়া হতে বিলাইছড়ি পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন ও ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প	৩৩৮৫৪.০০		
০৯	গাজীপুর জেলার অবকাঠামো উন্নয়ন	৬৮৫০০.০০		
১০	'গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন: জেলা টাঙ্গাইল' শীর্ষক প্রকল্প	৮৬৫৬৪.০৫		
১১	কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	২৫০০০০.০০		
	সেক্টর ঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন			
	বিনিয়োগ প্রকল্প			
১২	চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	২৯৪০.০০		
১৩	নোয়াখালী পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন	৩০০০.০০		
১৪	বসুরহাট পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	৩০০০.০০		
১৫	টাঙ্গাইল জেলার ১০ (দশ) টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	২৭২৩৪.০০		
১৬	পটুয়াখালী পৌরসভার মাস্টারপ্ল্যান চুড়ান্তকরণসহ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	২৪৯৬.০০		
১৭	মেহেরপুর জেলাধীন ২টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	৪৬৮০.০০		
১৮	ফেনী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	২২৪৮.০০		

সহযোগীতায়

মোঃ মেহেদী হাসান খান
সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, পিএমএন্ডই ইউনিট
এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা

মোহাম্মদ ফজলুল করিম
সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, আরসিআইপি
এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা

মোঃ আমিনুর রাহমান
সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, আইডবিউআরএম ইউনিট
এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা

ফারহানা লিমা
সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, ইউ এম ইউনিট
এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা

তানভীর রশীদ
সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী
আইসিটি ইউনিট
এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা

সার্থক হালদার
সহকারী প্রকৌশলী, আইআরআইডিপি-৩
এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা

শারমীন আকতার
সহকারী প্রকৌশলী পিএমএন্ডই ইউনিট
এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা

আরিফ হোসাইন
মিডিয়া কনসালটেন্ট, আরসিআইপি
এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা

মেহেবুব আলম বর্ণ
কমিউনিকেশন স্পেশালিস্ট, ইএমসিআরপি
এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা

ইফতেখার উদ্দিন কাওসার
মাল্টিমিডিয়া প্রফেশনাল

খালেকুজ্জামান শামীম (জসিম)
কম্পিউটার অপারেটর

ফয়সাল ভুইয়া
গ্রাফিক্স ডিজাইনার

এলজিইডি

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)
আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
www.lged.gov.bd